সংবাদ

তারিখ 25 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে নেতাদের জন্য মেজবান এ অপসংস্কৃতি বন্ধ করুন

সরকারের দফতরের ঠিকাদারের কুমিল্লার বাড়িতে গিয়ে তিনজন মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর একজন একান্ত সচিব, দুদকের একজন মহাপরিচালক ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র গত শনিবার মেজবান খেয়েছেন বলে জানা গেছে। মেজবানের আয়োজক ঠিকাদার আবদুর রশিদ। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যবসা করেন। অভিযোগ রয়েছে, এ মেজবান উপলক্ষে চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। বিদ্যালয়গুলোর মাঠে দিনভর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, রেলমন্ত্রী মজিবুল হক ও পরিকল্পনামন্ত্রী আহম্মদ মুস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব (১) আবদুল মালেক, দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক এমএইচ সালাউদ্দিন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক তফাজ্জল হোসেন মিয়া ও পুলিশ সুপার টুটুল চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। মেজবান উপলক্ষে স্থানীয় পিপুলিয়া নজরুল একাডেমি, পিপুলিয়া কামিল মাদ্রাসা, শীষপুর হাজী রাজা মিয়া হাই স্কুল, দিঘিরপাড় টিআইকে মেমোরিয়াল কলেজ বন্ধ রাখা হয়। এছাড়া অতিথি আপ্যায়নের জন্য আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে প্যান্ডেল করা হয়। দিঘিরপাড় টিআইকে মেমোরিয়াল কলেজের একজন শিক্ষকের বরাতে জানা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের এখতিয়ার হিসেবে একদিনের ছুটি দিয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। এ কারণে শনিবার কোন ক্লাস হয়নি।

বর্তমানে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সংবর্ধনা দেয়ার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। এসবই করা হচ্ছে মূলত মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের জন্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সংবর্ধনা বা খাওয়ার আয়োজন করা একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবণতাটিকে শুধু অসুস্থই নয়, শিক্ষাবিরোধী এবং অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এমনিতেই বিগত কয়েক মাস বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধের কারণে দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি শিক্ষাখাত বিপর্যস্ত হয়েছিল। সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সরকারি দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের সংবর্ধনা দেয়া বা মেজবান খাওয়ানোর তামাশা শুরু হয়েছে। এই একদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার কারণেও ছাত্রছাত্রীরা যে পিছিয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড় কথা ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিকরা সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করলেন শিক্ষার প্রতি তাদের ন্যূনতম কোন দরদ বা দায়-দায়িত্ব নেই। এছাড়া রাজনীতিকরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কোমলমতি শিক্ষার্থীর সামনে যে ক্ষমতায় থাকলে যা খুশি তাই করা যায়, অন্যায়-অবৈধ কাজও করা যায়। ইচ্ছামতো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বন্ধ রাখা যায়।

এ ধরনের অপসংস্কৃতি রোধ করতে হবে। সংবর্ধনা বা খাওয়ার আয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না করে অন্য কোন জায়গা নির্বাচন করে করতে হবে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে নয়। এ প্রবণতা দৃঢ়ভাবে রোধ করার জন্য আমরা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।